পিরোজপুরে ৫৩৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

খালিদ আবু, পিরোজপুর
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

দীর্ঘদিন ধরে পিরোজপুরের ৫৩৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া শূন্য রয়েছে ২২০টি সহকারী শিক্ষকের পদও। এর ফলে যেমন স্থবিরতা দেখা দিয়েছে প্রশাসনিক কাজে তেমনি চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী, পিরোজপুরের সাত উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৯৮৯টি। ওই বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ আছে ৯৮৯টি। এর মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ৪৫০ জন প্রধান শিক্ষক। এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত পদ রয়েছে ২৩টি, বাকি পদগুলো পদোন্নতি। দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি নিয়োগের ২৩টি পদও শূন্য রয়েছে।

৩০৩টি বিদ্যালয়ে চলতি দায়িত্ব ও বাকি ২৩৬টি বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই কার্যক্রম চলছে। জেলার ৯৮৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ভর্তি হিসেবে এক লাখ ১১ হাজার ৫১ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এসব শিক্ষার্থীর বিপরীতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক মিলে কর্মরত মাত্র ৫ হাজার ১৮৪ জন।

সহকারী শিক্ষকের অনুমোদিত পদ চার হাজার ৯৫৯টি। ওই পদে শূন্য আছেন ২২০ শিক্ষক। এ ছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ৪৩টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার (এইউইও) পদ রয়েছে। এর মধ্যে কর্মরত ১৯ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। বাকি ২৪টি পদ বিভিন্ন মেয়াদে শূন্য রয়েছে।

শূন্যতার শেষ নেই খোদ জেলা অফিসেও, কর্মচারীর অভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিহীন হয়ে পড়েছে। জেলা অফিসসহ সাত উপজেলায় ১১তম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের পদ আছে ৪৪টি, যার বিপরীতে কর্মরত আছেন ৮ জন, শূন্য পদ ৩৬টি। জেলার ৮টি অফিসে এমএলএস নেই একজনও, ১৬তম গ্রেডে ১৮ জনের বিপরীতে

৮টি অফিসে কর্মরত আছেন ৫ জন, ১৪তম গ্রেডে ৮ জনের স্থানে আছে একজন, ক্যাশিয়ারের পদটিও শূন্য, সহকারী ক্যাশিয়ারের ৭টি পদে কর্মরত একজন, নেই ড্রাইভারও। অফিস সূত্র জানায়, ২০০৪ সালের পর কোনো পদে নিয়োগ হয় নাই। এই পদগুলো শূন্য রয়েছে ২১ বছর ধরে।

জেলার সদর উপজেলায় প্রধান শিক্ষকের ১৩৩টি পদের মধ্যে নেই ৬৭টি, চলতি দায়িত্বে ৩৫ জন, নাজিরপুর উপজেলায় ১৮২টি মধ্যে নেই ৮৬টি, চলতি দায়িত্বে ৪২ জন, ইন্দুরকানী উপজেলায় ৬৯টি মধ্যে নেই ৪৪টি, চলতি দায়িত্বে ২৯ জন, মঠবাড়িয়া উপজেলায় ২০৬টি মধ্যে নেই ১৩৫টি, চলতি দায়িত্বে ৫৪ জন, ভান্ডারিয়া উপজেলায় ১৬২টি মধ্যে নেই ৮৮টি, চলতি দায়িত্বে ৮৪ জন, নেছারাবাদ উপজেলায় ১৭০টি মধ্যে নেই ৮৫টি, চলতি দায়িত্বে ৪৪ জন এবং কাউখালী উপজেলায় ৬৭টি মধ্যে নেই ৩৪টি, চলতি দায়িত্বে মাত্র ১৫ জন। সরাসরি নিয়োগ ২৩ প্রধান শিক্ষক পদে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক কয়েকজনের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, এই পদটিতে দ্রুত নিয়োগ দেওয়া হোক।

জেলার সাতটি উপজেলার অত্যন্ত ৩০টি স্কুলের চলতি দায়িত্ব ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান, প্রধান শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে অনেককে বেশ বেগ পোহাতে হয়। আমাদের চলতি দায়িত্ব ও ভারপ্রাপ্ত থেকে পদোন্নতি করা হোক। অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষক কম থাকায় শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পিরোজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল গণমাধ্যমকে জানান, প্রধান শিক্ষকদের পদ শূন্য থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা সঠিক পাঠদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একজন প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন কাজ থাকে, এ কাজগুলো যদি চলতি বা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থেকে করা হয়, তাহলে ওই শিক্ষকের শ্রেণি পাঠদান করানো হয়না। শূন্য পদগুলো খুব দ্রুতপূরণ করার চেষ্টা চলছে। সরকার আমাদের ডিপার্টমেন্ট পর্যায় ক্রমে পদোন্নতি দিচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন, এগুলো শিগগিরই নিয়োগ হবে বলে আশা করছেন তিনি।